ইয়েমেনের বিদ্রোহী হুতী শিয়াদের আসল চেহারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিস্তারিত বিবরন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ আল গুসন

ইরান এবং শিয়া-ইসনা আশারিয়া মতবাদের সাথে হুতীদের সম্পর্ক

যায়দিয়া সম্প্রদায়ের কিতাবাদী রাফেজী-ইমামিয়া-ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের সমালোচনায় ভরপুর..বরং তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট ও কাফির হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামিয়াদের কিতাবাদী যায়দিয়াদের সমালোচনা ও কুফুরীর ফতোয়ায় পরিপূর্ণ।[1]

এমন পরষ্পর বিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার পরও ইরানী বিপ্লব ‘তাকিয়া’ (তথা চরম গোপনীয়তা রক্ষা) নীতির অন্তরালে যায়দিয়াদের কাতারে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী হুতী জারুদীদের চিন্তা-চেতানার মাঝে তাদের হারানো মানিকের সন্ধান পায়।

তারা দেখল ইয়েমেনের মাটিতে তাদের বিপ্লব ও আকীদা-বিশ্বাস রপ্তানির জন্য হুতীরা সবচেয়ে ভালো প্রতিনিধি, অনুগত ছাত্র বা সৈনিক হওয়ার উপযুক্ত। এদের মাধ্যমেই ইয়েমেনে তাদের আদর্শ,চিন্তা-চেতনা ও মতবাদ প্রচার করার পাশাপাশি তাদের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে,বদরুদ্দীন হুতী এবং তার ছেলে হুসাইন হুতী ইতোপূর্বে ইরানে বসবাস করে রাফেযিয়া আকীদা এবং ব্যাপক-বিস্তর বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা গল:ধাকরণ করে এসেছে।

এটাও অজানা নয় যে,এই হুতী ইরানের খোমেনী বিপ্লবের প্রতি মুগ্ধ। তিনি এই বিপ্লবকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে থাকে। তিনি এটিকে আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত মনে করেন। তিনি বলেন,“ইমাম খোমেনী ছিলেন একজন ন্যায়-নিষ্ঠ ইমাম। আল্লাহ ভীরু ইমাম। তিনি এমন ন্যায় পরায়ণ ইমাম ছিলেন যার দুয়া বিফলে যায় না।”

ইয়েমেনের যায়দিয়া সম্প্রদায়ের আলেমগণ এ মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে,হুতীরা গোঁড়া ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসনা আশারিয়া মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি বহন করছে। এ ব্যাপারে তারা একটা বিবৃতিও প্রকাশ করেছিল।

বাস্তবেই হুতীদের হাত ধরেই ইসনা আশারিয়া এবং ইরান বিপ্লবের সাথে যায়দিয়াদের ঐকমত্য সৃষ্টি ও কাছাকাছি আসার প্রবণতা বিস্তার লাভ করে।

ফুটনোট

[1] দ্রষ্টব্য:আল ইমামাতুল ইসনা আশারিয়া লিয যায়দিয়া বাইনা আ”দায়িল আমস ওয়া তকিয়াতুল ইয়াওম,মুহাম্মদ আল খুযার।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4497

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন